প্রকাশকের কথা

মুসলিম চরিত্র। এই শব্দযুগল আমরা হামেশাই ব্যবহার করে থাকি। আদতে মুসলিম চরিত্র কী, কেমন– এ ব্যাপারে হরেক রকমের উপস্থাপনা বিরাজমান। কখনো কখনো মুসলিম চরিত্রের এক বা একাধিক গুণ নিয়ে আমাদের ফোকাস নির্দিষ্ট হয়। সামগ্রিক মুসলিম চরিত্র নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা একসাথে কোথাও পাইনি। এমন একটা গ্রন্থ খুঁজে ফিরেছি, যেখানে মুসলমানদের আশু প্রয়োজনীয় চরিত্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা বিদ্যমান।

একদিন সন্ধ্যায় আলী আহমাদ মাবরুর ভাই অফিসে এসে আমার ল্যাপটপে 'মুসলিম চরিত্র' নামের একটা অনুবাদ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দিলেন। বিনয়ের সাথে বললেন– পড়ে দেখুন, প্রকাশ করা যায় কি না। প্রথম অধ্যায়ে চোখ বোলানোর পরেই আমি উপলব্ধি করতে শুরু করলাম, এমন একটা বই-ই তো আকাঙ্ক্ষা করছিলাম! অনুবাদকদের বই সাধারণত অনুবাদ করতে দেওয়া হয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পছন্দের আলোকে। এর আগে মাবরুর ভাইকে দিয়ে আমরা *ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড : ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাস* বইটি অনুবাদ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু *মুসলিম চরিত্র* গ্রন্থটি তিনি স্ব-উদ্যোগে অনুবাদ করেছেন। তরুণ প্রজন্মের এই প্রতিশ্রুতিশীল অনুবাদকের প্রতি তাই বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বরাবরের মতোই তিনি প্রাণবন্ত অনুবাদ করেছেন।

মূল আরবি বই *খুলুকুল মুসলিম*-এর ইংরেজি সংস্করণ থেকে *মুসলিম চরিত্র* অনুবাদ করা হয়েছে। আমরা যথাসম্ভব নির্ভুল অনুবাদ পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এরপরও কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ হব। আমরা আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

আমরা বিশ্বাস করছি, বাংলা ভাষায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি গ্রন্থ অনূদিত হলো। প্রত্যেক সচেতন মুসলমানের কাছে গ্রন্থটি আবশ্যিক বিবেচিত হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

বর্তমানের অশান্ত পৃথিবীকে শান্ত করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের চরিত্রকে নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। চতুর্মুখী বিপদের সম্মুখীন মুসলিম জাতির পরিত্রাণের মূল অস্ত্র চরিত্র। এই গ্রন্থ সেই অস্ত্রে নতুন করে শাণ দেবে ইনশাআল্লাহ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৭ মে, ২০১৯

অনুবাদকের কথা

সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে অনেক মানুষের মতামত জানার সুযোগ হয়। অনেকেই মুসলমানদের নানা সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে লেখালেখি করেন। তারা তাদের লেখনীতে মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন সংকট নিয়ে আলোচনা করেন। সেসব চিন্তার সাথে সংহতি জানিয়ে বিনয়ের সাথে জানাতে চাই= আমার কাছে এই মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড়ো সংকট হলো চরিত্রের সংকট।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে মুসলমানদের 'খায়রু উম্মাহ' বা উত্তম জাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুরা আত-ত্বিনে তিনি বলেছেন– 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম অবয়বে।' ঠিক পরের আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– 'অতঃপর আমি মানুষকে নামিয়ে দিয়েছে নীচু থেকে নীচু স্তরে।'

আমি প্রায়শই এই আয়াতটি নিয়ে ভাবি এবং ভয়ে নিজের মধ্যে নিজেই যেন কুকড়ে মরি। আমাদের কী অবস্থায় থাকার কথা ছিল, আর কী অবস্থায় আমরা আছি! আমাদের দেশ বাংলাদেশ; একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এই দেশটিতে সবকিছুই থাকার কথা ছিল সবচেয়ে উত্তম অবস্থায়। অথচ দেশটির কোনো কিছুই যেন ঠিক নেই। অব্যবস্থাপনার ছোঁয়া সর্বত্র। অনিয়ম আর দুরাচারে গোটা সমাজটা যেন ছেয়ে গেছে।

আমরা মনে করি, শিকড় থেকে সরে গেছে বলেই মুসলমানদের মাঝে এতটা নৈরাজ্য। আমরা অনেক কিছুই হারিয়েছি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা হারিয়েছি, তা হলো চরিত্র। দুজন মুসলমান ব্যাবসায়িক অংশীদার; অথচ সেই অংশীদাররাই একে অন্যের বিরুদ্ধে লেনদেনসহ নানা বিষয়ে অসংগতির নানা অভিযোগ তুলছে। খুব অবলীলায় হরহামেশাই আমরা এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে প্রতারক, বাটপার, ধান্দাবাজ বলে অভিহিত করছি। ভাবা যায়?

গড়পড়তায় বলতে গেলে আমরা অনেকেই সাহস করে সব সময় সত্য কথা বলতে পারি না। মুখে যা বলি, মনে তা পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। আমরা কাউকে ওয়াদা দিলে অনেক সময় তা রক্ষা করতে পারি না। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছি যারা ঋণ নিলে সেটা ফেরত দেওয়ার জন্য ততটা তৎপর থাকি না। কেউ ভরসা করে আমানত রেখে গেলে আমরা প্রায়শই তার খেয়ানত করি। নিজেদের অধীনস্থ মানুষগুলোর সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করি। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, আমরা নামাজ পড়ছি, রোজার দিনে রোজাও রাখছি, আবার অনেকেই নানা ধরনের বদঅভ্যাস আর দুরাচারেও লিপ্ত হয়ে আছি।

লেখক পরিচিতি

শায়খ মুহাম্মাদ আল গাজ্জালি আহমাদ আল সাকা (১৯১৭-১৯৯৬) ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি ১৯১৭ সালে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার নিকলা আল ইনাব নামক ছোট্ট একটি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলজেরিয়ার আবদ আল কাদির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি দীর্ঘদিন ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট (আইআইআইটি)-এর কায়রো শাখার একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৬ সালে ৭৮ বছর বয়সে কায়রোতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর তৎকালীন সৌদি যুবরাজ আব্দুল্লাহ বিশেষ একটি বিমানে করে তার লাশ নিয়ে যান এবং সেখানেই পবিত্র মদিনায় তাকে দাফন করা হয়।

শৈশব থেকেই ইসলাম বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের লক্ষণ ফুটে উঠায় তার বাবা বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক গাজ্জালির নামানুসারেই তার নামকরণ করেন। মোহাম্মাদ বিন গাজ্জালি যখন বড়ো হচ্ছিলেন, তখন গোটা মিশর ঔপনিবেশিকতার পদতলে পিষ্ট হয়ে খুব বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়েছিল। তার বাবা স্বপ্ন দেখছিলেন– এই সন্তান বড়ো হয়ে ইসলাম প্রসারে ভূমিকা রাখবে এবং ইসলামকে যৌক্তিকভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে, যার মাধ্যমে নতুন করে ইসলামের পুনর্জাগরণের একটি পথ তৈরি হবে। বাবার সেই স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন তিনি। মুহাম্মাদ আল গাজ্জালি তার জীবদ্দশায় এমন কিছু বই লিখে গিয়েছেন, যা ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ করে দেয়। রাষ্ট্রযন্ত্র যেভাবে ইসলামের চিরন্তন শিক্ষা জনজীবন থেকে মুছে দিয়েছিল, সেটাকেও তিনি অনেকটাই ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

ছাত্র হিসেবে মুহাম্মাদ আল গাজ্জালি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অল্পদিনেই তিনি কুরআনের হাফেজ হন। এরপর আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর ব্যাপক পড়াশোনা করেন। ফলে সমসাময়িকদের মধ্যে আরবি ভাষায় তার মতো দক্ষ আর কাউকে পাওয়া যায় না। পরবর্তী সময়ে আল আজহারে উসুল-উদ-দ্বীনে পড়ার সময়ও তিনি মেধার স্বাক্ষর রাখেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় অধ্যয়নকালেই তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্নার সান্নিধ্যে আসেন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের ভিত্তি ও নৈতিক মূল্যবোধ ১৫

নবুওয়াতের উদ্দেশ্য : নৈতিকতার আদর্শমান ১৫

সালাত মানুষকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে ১৬

জাকাত বিশুদ্ধতার চাবিকাঠি ১৭

তাকওয়া অর্জনে সিয়াম ১৮

দুনিয়ার মোহ হ্রাস করে হজ ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিকতার ঘাটতি দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ২১

নির্জীব অন্তর, প্রাণহীন ইবাদাত ২২

কে দরিদ্র ২৪

তৃতীয় অধ্যায়

আদর্শ ব্যক্তিত্ব ২৬

চতুর্থ অধ্যায়

জান্নাত নাকি জাহান্নামের পথে ৩৭

আত্মসংস্কার ৩৭

প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম ৪০

অনাচারের বিরুদ্ধে ইসলাম ৪২

চূড়ান্ত বিচারে নৈতিকতাই টিকে থাকে ৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

নৈতিক অপরাধের শাস্তি ৪৭

উন্নত চরিত্র নির্মাণে জবরদস্তি নয় ৪৭

সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে শাস্তি নির্ধারণ ৪৯

ইসলামের আবেদন একেবারেই হৃদয়ের ৪৯

সমাজের দায়িত্ব ৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমগ্র মানবতা নৈতিকতার প্রত্যাশী ৫২
অমুসলিমদের সাথে ব্যবহার ৫২
জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য নৈতিকতা ৫৫

সপ্তম অধ্যায়

সত্য ও সত্যবাদিতা ৫৭
সত্যেই মুক্তি ৫৭
মিথ্যা বড়ো অভিশাপ ৫৯
সন্তান প্রতিপালনে সততা ৬২
ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা নয় ৬৩
প্রশংসার অতিরঞ্জন নয় ৬৪
ব্যাবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা-ছলচাতুরী ৬৬
কখনোই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ নয় ৬৮
সত্যের বাস্তব সাক্ষী ৭১

অষ্টম অধ্যায়

আস্থা, আমানতদারিতা ও সততা ৭৩
আমানতদারিতার সংজ্ঞা ৭৩
সঠিক ব্যক্তি নিরুপণ আমানতদারিতা ৭৫
দায়িত্ব পালনে আমানতদারিতা ৭৭
ক্ষমতার অপব্যবহার ৭৮
সম্পত্তি ও যোগ্যতা আমানত ৮০
গোপনীয়তা রক্ষা ৮১

নবম অধ্যায়

প্রতিশ্রুতি ৮৬
প্রতিশ্রুতি রক্ষা ৮৬
প্রতিশ্রুতি পূরণে স্মৃতিশক্তি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ৮৮
সবচেয়ে বড়ো চুক্তি ৯১
আনসারদের ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি ৯৩
অতীত ভুলে যাওয়া ৯৫
প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ১০০
ঋণ পরিশোধ করা ১০২

দশম অধ্যায়

একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা ১০৫
আচরণ ও কার্যক্রম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল ১০৫
নিয়তের বিশুদ্ধতা ১০৭
মুমিনের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য ১১১
কর্মে একাগ্রতা ১১৪
কর্মক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি ১১৪
ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্য ১১৬

একাদশ অধ্যায়

কথাবার্তার আদব ১১৮
কথোপকথনের কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতি ১১৮
আত্মবিচার ১১৯
নীরবতাই সুরক্ষা ১২০
সফলতার পূর্বশর্ত ১২১
হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দূরদর্শিতার সর্বোত্তম উপায় ১২২
নীরবতাই যথোপযুক্ত জবাব ১২৫
বিতর্ক পরিহার ১২৭

দ্বাদশ অধ্যায়

অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ১৩১
মহত্বের অন্যতম স্বীকৃতি ১৩১
পারস্পরিক শত্রুতা থেকে দূরে থাকা ১৩৩
সম্পর্ক ছিন্ন করা ১৩৪
হিংসা-প্রতিহিংসা : শয়তানের অস্ত্র ১৩৭
গিবত থেকে দূরে থাকা ১৩৮
হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকা ১৪১
হিংসার ধারে-কাছেও নয় ১৪৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শক্তি ১৪৯
ঈমান : একটি বৈপ্লবিক ও উদ্দীপক শক্তি ১৪৯
দৃঢ়তাই শক্তি ১৫২
পরগাছা ও তোষামোদি নয় ১৫৯

চতুর্দশ অধ্যায়

ধৈর্য ও ক্ষমা ১৬১
ধৈর্য অনন্য বৈশিষ্ট্য ১৬১
ক্ষমা ও ক্ষমাশীলতা ১৬৫
পরিহাস একটি নোংরা আচরণ ১৬৮
অভিশাপ ও গালি দেওয়া হারাম ১৭০
কঠোরতার জবাবে নম্রতা ১৭০
উত্তম উদাহরণ ১৭২

পঞ্চদশ অধ্যায়

মানবপ্রীতি ও দয়া ১৭৫
উদারতা : ব্যবহারিক জীবনের সৌন্দর্য ১৭৫
দরিদ্রতা মানবিক গুণাবলির শত্রু ১৭৮
সফলতা পেতে দান-সাদাকা ১৮০
মানবকল্যাণে ব্যয় সম্পদ বৃদ্ধি করে ১৮৫
দরিদ্রতায় পেরেশানি নয় ১৮৭
সম্পদের প্রথম অংশীদার কে ১৯১

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

ধৈর্য ১৯৪
ধৈর্য : আলোর বাতিঘর ১৯৪
ধৈর্যের দুই স্তম্ভ ১৯৫

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের ভিত্তি ও নৈতিক মূল্যবোধ

নবুওয়াতের উদ্দেশ্য : নৈতিকতার আদর্শমান

মানবতার মুক্তিদূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরত মুহাম্মাদ ﷺ পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে অন্ধকারের পথ থেকে সরিয়ে আবারও আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য। তিনি এসেছিলেন মানুষের মনগড়া সব তত্ত্ব আর কাল্পনিক দর্শনের ওপরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র আল কুরআনের সূরা আহজাবের ৪৫ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> 'হে নবি! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।'

এ কথা শুধু মুসলমান নয়; সারা পৃথিবীর সকল ধর্ম ও গোত্রের মানুষ স্বীকার করে– শুধু আল্লাহর নবি হিসেবে নয়; বরং নবিজির গোটা জীবনটাই হচ্ছে মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ। কেউ যদি নিজেকে স্বস্তি দিতে চায়, জীবনে সুখ ও সফলতা অর্জন করতে চায়, তাহলে তার জন্য রাসূল ﷺ-এর আদর্শ ও ব্যক্তিজীবন অনুসরণ করার কোনো বিকল্প নেই।

সূরা আহজাবের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন–

> 'যারা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।'

অন্যদিকে প্রিয়নবি ﷺ এই পৃথিবীতে তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন–

> 'আমাকে পাঠানো হয়েছে কেবল নৈতিকতা এবং সদাচারণকে প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত করার জন্যই। মুসনাদে বাজ্জার : ৮৯৪৯

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে চেতনার কথা বলেছেন, সে চেতনা মানবতার ইতিহাসে একটি অনুপম ও অলঙ্ঘনীয় বার্তা হিসেবে সব সময়ই বিবেচিত হয়ে এসেছে। একইসাথে আল্লাহর রাসূলের ﷺ দেখানো পথের অনুসরণকারীরাও চিরদিনই এই চেতনাকে সামনে রেখেই জীবন চলার পথে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছে।

উপরোক্ত হাদিসের দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল ﷺ এই পৃথিবীতে আসার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের নৈতিক চরিত্রকে মজবুত করা। সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষ সহজেই যেন অনুধাবন করতে পারে। নিজেদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যেন তারা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন ও ধারণ করতে পারে।

ইসলামে বেশ কিছু ইবাদাতকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বেশ কিছু মৌলিক ইবাদাতকে ইসলামের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামের এ মৌলিক ইবাদাতগুলো শুধু এমন নয় যে, তা কোনো অজানা-অচেনা শক্তির সাথে মানুষের সম্পর্ক তৈরি করবে। আমাদের দ্বীনের কোনো ইবাদাত অহেতুক বা নিছক কোনো ধর্মীয় আচারাদি নয়; বরং সকল বাধ্যতামূলক ইবাদাত বান্দাকে সত্যিকারের নৈতিকতা অর্জনে সহায়তা করে এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে বেঁচে থাকতে প্রশিক্ষণ দেয়। ইসলামের স্পষ্ট বার্তা– মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের এমন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত, যেন তার নৈতিকতা উত্তোরোত্তর সুন্দর ও পরিশীলিত হয়। জীবনে ভালো-মন্দ, সুখ বা বিপর্যয় আসতেই পারে; তবে কোনো অবস্থাতেই নৈতিক অবস্থান থেকে সরে আসার কোনো সুযোগ নেই। এটা ইসলামের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা।

সালাত মানুষকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে

সালাত ইসলামের একটি মৌলিক ও বাধ্যতামূলক ইবাদাত। সালাত এমন একটি সুন্দর আমল, যা মানুষকে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণ ও আকৃষ্ট করে। কোনো মানুষ যদি নিয়মিত সালাত আদায় করে, তাহলে তার জীবনধারা সব ধরনের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকে। পাশাপাশি তার শারীরিক অবস্থাও অনেক ভালো থাকে। পবিত্র কুরআন ও রাসূলের ﷺ জীবনাদর্শ বারবার এই বাস্তবতাই প্রমাণ করেছে।

মুসলিম চরিত্র

দীর্ঘ সময় ধরে তামাম দুনিয়ায় তাদের ঘোড়ার খুর ছুটত। গৌরবান্বিত মুসলিম জাতির আজকের দিনে ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণিত হওয়ার অন্যতম মৌলিক কারণ নৈতিক চরিত্রের চরম অবনতি। মুসলিম জাতিসত্তার অতীত শৌর্যবীর্য ও নেতৃত্বের প্রধান হাতিয়ার ছিল এক আল্লাহতে বিশ্বাস আর দৃঢ় চারিত্রিক শক্তি। একঝাঁক নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষের চারিত্রিক ছোঁয়ায় অসভ্য পৃথিবী সভ্য হয়ে উঠেছিল; পুরো দুনিয়া তাদের বরণ করে নিয়েছিল।

কালের আবর্তে পার্থিব মোহে ঢিলে হয়ে যায় এই শক্তির বাঁধন, ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে মুসলিম উম্মাহ। সেখানে জন্ম নেয় নানান চারিত্রিক রোগ-জীবাণু আর তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে মুসলিম বিশ্ব। এক সময়ের প্রতাপশালী জাতি ক্রিড়নক হয়ে পড়ে অধঃপতিত জাতিসমূহের বাহুডোরে।

বিশৃঙ্খলতার সমুদ্রমাঝে ডুবে থাকা সত্ত্বেও আমরা অতীতের সোনালি অধ্যায় ফিরে পাওয়ার লড়াই করতে চাই। এই লড়াইয়ের মোক্ষম অস্ত্র– চরিত্র। নৈতিক চরিত্রে বলিয়ান হওয়া ছাড়া আমাদের ঘুরে দাঁড়ানো একেবারেই অসম্ভব। আমাদের চরিত্রের মডেল সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে আজমাইন। এই গ্রন্থে আমরা সুন্নাহর চোখে চরিত্র গঠনের অবকাঠামো দেখব।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
www.guardianpubs.com
9 789848 254080